দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৭৭ কলাম ১

কিশোরগঞ্জের হাওরে শিক্ষাতরী

■ সুধীর বসাক, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকায় শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে ভাসমান শিক্ষাতরী স্কুল। ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি-বিপিএস প্রকল্পের আওতায় এই বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছে। হাওরের একেবারে দুর্গম ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় শিক্ষাবঞ্চিত গ্রাম নির্বাচন করে সেই গ্রামের পাশেই হাওরের পানির ওপর ভাসমান শিক্ষাতরী বিদ্যালয়গুলো চালু করা হয়েছে। একটি বড় স্টিলবডির নৌকায় একেকটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি নৌকার দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট ও প্রস্থ সাড়ে ১০ ফুট। ভেতরে বসার জায়গার দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট এবং প্রস্থ হবে ১০ ফুট। উচ্চতা কমপক্ষে ৬ ফুট ২ ইঞ্চি। আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য প্রতিটি নৌকায় রয়েছে ১০টি জানালা। নৌকার ওপরে হার্ডবোর্ডের কাঠ দিয়ে আটকানো সিলিং রয়েছে। রয়েছে টয়লেট রুমের ব্যবস্থাও। নৌকার অভ্যন্তরে বিদ্যালয়োপযোগী সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। নৌকার পাটাতনের ওপর মাদুর বিছিয়ে তার ওপর বসে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করে থাকে। ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী হতদরিদ্র পরিবারের শিশুরা এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। সাধারণত যে সমস্ত গ্রামে কোন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব গ্রামের আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের শিশুদের এই বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ জন। তন্মধ্যে ২০ জন বালিকা ও ১০ জন বালক। প্রতিটি স্কুলে রয়েছে একজন করে শিক্ষিকা। প্রতিদিন চার ঘণ্টা বিদ্যালয়ে ক্লাস চলে। শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই-খাতাসহ যাবতীয় উপকরণ প্রদান করা হয়। আনন্দ-বিনোদনের জন্য রয়েছে নাচ-গান, অভিনয়, ছবি আঁকা প্রভৃতির ব্যবস্থাও। এ বছর কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অধ্যুষিত পাঁচটি উপজেলায় এধরনের মোট ১২টি বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। যে সমস্ত গ্রামের পাশে শিক্ষাতরীতে ক্লাস চলবে সেগুলো হল- ইটনা উপজেলার বাকশাই ও মৃগা, মিঠামইন উপজেলার মহরপুর, ঘাগড়া ও ঢাকী, অষ্টগ্রাম উপজেলার ইসলামপুর, নিকলী উপজেলার সিংপুর (শান্তিনগর), সিংপুর (গাজীপুর), বালুরিয়া, জাফরাবাদ ও ছাতিরচর এবং করিমগঞ্জ উপজেলার চর নোয়াগাঁও। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা বিনামূল্যে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ পাবে।

সরেজমিনে ইটনা উপজেলার বাকসাই গ্রাম সংলগ্ন হাওরে ভাসমান শিক্ষাতরী বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে গিয়ে জানা যায়, এই গ্রামে প্রায় দুই হাজার লোক বাস করেন। ৭টি পাড়া নিয়ে গঠিত এ গ্রামে দীর্ঘদিনেও কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। গ্রামের ৪ কিলোমিটার দূরে লিলুন্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬ কিলোমিটার দূরে বেতেগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও বর্ষা মৌসুমে ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অভিভাবকরা ভরসা পান না। যে কারণে এ গ্রামের কমপক্ষে শতাধিক স্কুল গমনোপযোগী ছেলে-মেয়ে সবসময় প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। ব্র্যাকের ভাসমান পাঠশালা 'শিক্ষাতরী'র কার্যক্রম চালু হওয়ায় গ্রামবাসীরা দারুণ খুশি। বিদ্যালয়ের ছাত্রী বৃষ্টি (৮) জানায়, তাদের গ্রামে কোন স্কুল নেই। তাই লেখাপড়া শেখারও কোন সুযোগ এতোদিন ছিল না। এখন নতুন স্কুল হওয়ায় তার খুব ভালো লাগছে। এখন সে রোজ স্কুলে যেতে পারে। বাকসাই শিক্ষাতরীর শিক্ষিকা গীতা রানী দাস জানান, সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ক্লাস চলে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাতরীতে এসে আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরে খুবই উল্লসিত। ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি প্রবাল কুমার সাহা জানান, প্রতিটি বিদ্যালয়ই নিয়মিত মনিটরিং করার ব্যবস্থা রয়েছে। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির জ্যেষ্ঠ এলাকা ব্যবস্থাপক আশরাফ আলী জানান, হাওর ও নিম্নাঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকার শিশুদের শিক্ষার আওতায় এনে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মূল স্রোতধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহায়তা করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।